চাকরি করে মায়ের চিকিৎসা করাতে চায় ডলি

মানিকগঞ্জ, ১২ জুন ঃ বাবাকে হারিয়ে দিনমজুরের পাশাপাশি সংসারের ঘানি টেনেও উচ্চমাধ্যমিকে সাফল্য পেল জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের খারিজা বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহাপাড়া গ্রামের হতদরিদ্র ডলি হোড়। ঘুঘুডাঙ্গা খারিজা বেরুবাড়ি উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রী ডলি উচ্চমাধ্যমিকে ৩৮৫ নম্বর পেয়েছে। খুব নজরকাড়া ফল না হলেও তার সাফল্যকে অন্য চোখে দেখছে স্কুল কর্তৃপক্ষ সহ প্রতিবেশীরা। পঠনপাঠনে প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা না পাওয়ার সঙ্গে ভীষণ আর্থিক প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে লড়াই করে এমন ফল করায় ডলিকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্কুলের শিক্ষকরা। খারিজা বেরুবাড়ি উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক ভূপেন্দ্রনাথ রায়, দিব্যেন্দু নিয়োগী, আলতাফর রহমান জানান, ডলির সাফল্যে আমরা সকলেই খুশি। আগামীদিনে ডলির পড়াশোনার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সাহায্য করব। সাফল্যে খুশি ডলিও। জানায়, ভবিষ্যতে সে অধ্যাপনা করতে চায়। সেই লক্ষ্যপূরণে জলপাইগুড়ি শহরের ভালো কলেজে বাংলা নিয়ে পড়াশোনা করতে চায় সে। তবে ইচ্ছা থাকলেই ইচ্ছাপূরণ করা সম্ভব নয়, সেটা সে ভালো করেই জানে। তবে উচ্চমাধ্যমিকের প্রস্তুতিতে স্কুলের শিক্ষকদের যেভাবে সাহায্য পেয়েছে সেভাবে পেলে উচ্চশিক্ষাতেও সে সাফল্য লাভ করতে পারবে বলে ডলির আশা।

ডলি জানায়, তার বাবা রতন হোড় ঘুঘুডাঙ্গা বাজারে ছোটো একটি চায়ের দোকান চালাতেন। তার আয়েই তাদের সংসার চলত। মা জ্যোৎস্না হোড় দীর্ঘদিন ধরে মানসিক রোগী। ডলি যখন তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে তখন থেকে মা অসুস্থ। উচ্চমাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষার সময় তার বাবা মারা যান। স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষিকারা তাকে সবরকম সাহায্য করেছেন। বাড়িতে বিদ্যুৎ না থাকায় কেরোসিনের কুপির আলোতে পড়াশোনা করতে হয়েছে তাকে। মা মানসিক রোগী হওয়ায় পড়ার সময় তাকে বাধা দিতেন। বাবার মৃত্যুর পর পড়াশোনার আগে খাবারের কথা চিন্তা করতে হত তাকে। মাঝেমধ্যেই স্কুল কামাই করে অন্যের কৃষিজমিতে দিনমজুরি করে খাবারের ব্যবস্থা করতে হয়েছে তাকে। সকালে রান্না সহ সংসারের অন্য কাজ করে মাকে খাইয়ে দিয়ে স্কুলে যায়। কোনো কোনো দিন স্কুলেই মিড-ডে মিল খেয়ে খিদের জ্বালা মেটাতে হত তাকে। উচ্চশিক্ষা ও মায়ের চিকিৎসা দূরঅস্ত, দুবেলা দুমুঠো ভাত জোগাড় করাই এখন তার মূল লক্ষ্য। সহযোগিতা পেলে সে উচ্চশিক্ষা নিয়ে সরকারি চাকরি জোগাড় করে মার চিকিৎসা করাতে পারত। খারিজা বেরুবাড়ি উচ্চবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ভূপেন্দ্রনাথ রায় জানান, ডলি বরাবরই মেধাবী ছাত্রী। কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে সে ভালো করে পড়াশোনার সুযোগ পায়নি। তাঁর উপর টেস্ট পরীক্ষার আগে বাবার মৃত্যুতে সে মানসিকভাবে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে তাই এমন রেজাল্ট হয়েছে। তবুও ওর রেজাল্টে আমরা সকলেই খুশি। আমরা সবসময় ওর পাশে থাকব।

স্বপ্নপূরণ হবে কিনা জানে না ক্রান্তির জয়দীপ

ক্রান্তি, ১২ জুন ঃ প্রায় ৯২ শতাংশ নম্বর পেয়ে ক্রান্তি দেবীঝোরা উচ্চবিদ্যালয় থেকে পাস করা হতদরিদ্র পরিবারের ছেলে জয়দীপ শিক্ষক হতে চায়। বাবা সন্তোষ মোহন্তর বাজারে দর্জির দোকান রয়েছে। মা যমুনা মোহন্ত গৃহবধূ। পাঁচজনের সংসারে একমাত্র রোজগেরে সন্তোষবাবু। অভাবী পরিবার থেকে উঠে এসে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ৪৫৮ পেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে জয়দীপ।

ইতিহাস নিয়ে পড়ে আদর্শ শিক্ষক হিসাবে সমাজের উপকার করার স্বপ্নে বুঁদ এই মেধাবী। কিন্তু স্বপ্নপূরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে আর্থিক প্রতিকূলতা। জয়দীপ জানায়, 'বিদ্যালয়ের স্যার-ম্যামদের থেকে ভীষণ সহায়তা পেয়েছি। বইপত্রর চিন্তা করতে হয়নি। আমি ইতিহাস নিয়ে স্নাতকস্তরে পড়তে চাই। কিন্তু জানি না কীভাবে তা সম্ভব হবে।' সন্তোষবাবু জানালেন, 'বর্তমানে দর্জির ব্যবসাও আর সেভাবে চলে না। কোনোরকমে দিন আনা দিন খাওয়া সংসার। এতদিন স্কুলের স্যাররাই বিনেপয়সায় পড়িয়েছেন। ছেলেটা এত ভালো রেজাল্ট করল, কিন্তু বাবা হিসেবে জানি না কতদূর পড়াতে পারব। কেউ যদি ওর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়, তবে খুবই উপকৃত হবে ও।' বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মকসুদ আলম বলেন, 'আমরা আমাদের সাধ্যমতো জয়দীপের পাশে দাঁড়াব।'

উত্তরবঙ্গে মৌসুমি বায়ু সক্রিয় হওয়ার সংকেত

শামুকতলা, ১২ জুন ঃ মঙ্গলবার দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর বঙ্গোপসাগরীয় শাখা ওড়িশা উপকূল অতিক্রম করে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে। বুধ কিংবা বৃহস্পতিবারের মধ্যেই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং সহ উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ স্থানে পৌঁছে যাওয়ার পুর্বাভাস রয়েছে। প্রচণ্ড তাপপ্রবাহে উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জেলার মানুষই এখন চাতক পাখির মতো বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করছেন। পরিবেশ গবেষক তথা ময়নাগুড়ি কলেজের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক মধুসূদন কর্মকার বলেন, 'গত এক সপ্তাহে তীব্র তাপপ্রবাহের জেরে গোটা উত্তরবঙ্গ, বিহার এবং ঝাড়খণ্ডের বায়ুমণ্ডলে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে। এই নিম্নচাপের কেন্দ্র বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত হওয়ায় উত্তরবঙ্গে মৌসুমি বায়ু প্রবেশে কিছুটা বিলম্ব হচ্ছে। তবে খুব শীঘ্রই মৌসুমী বায়ু ডুয়ার্স সহ গোটা উত্তরবঙ্গে সক্রিয় হবে।' এবছর উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যেই উত্তর-পূর্ব ভারতের মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, ত্রিপুরার মতো রাজ্যগুলিতে মৌসুমি বায়ু রীতিমতো সক্রিয় হওয়ায় প্রবল বৃষ্টিপাত হচ্ছে। মৌসুমি বায়ু অগ্রসর হতে হতে অসমের বেশিরভাগ স্থানে পৌঁছে গিয়েছে। স্কাইমেট ওয়েদার নামে একটি ওয়েবসাইট কর্তৃক প্রকাশিত স্যাটেলাইট ম্যাপ ও পূর্বাভাস থেকে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

সার্ক রোডে দুর্ঘটনা রোধে উদ্যোগী পুলিশ

চ্যাংরাবান্ধা, ১২ জুন ঃ দুর্ঘটনাপ্রবণ বলে পরিচিত চ্যাংরাবান্ধা-ময়নাগুড়ি সার্ক রোডে দুর্ঘটনা রুখতে উদ্যোগী হল পুলিশ। এই ব্যস্ত রাস্তায় দুর্ঘটনা রোধে ও বেপরোয়া যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে ড্রপগেট ও পুলিশি নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সড়কের নিজ নিজ এলাকাধীন অংশে নজরদারি চালাবে ময়নাগুড়ি ও মেখলিগঞ্জ থানা।

জানা গিয়েছে, ওই সড়কে ১৫টি স্থানে লোহার রেলিং দিয়ে ড্রপগেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি, বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে নজরদারির জন্য সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগ করা হয়েছে। গত কয়েক বছরে এই রাস্তায় অসংখ্য দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাতে বেশ কয়েকজনের মৃত্যুও হয়েছে। এরফলে ময়নাগুড়ি ও মেখলিগঞ্জ থানা এবং স্থানীয় প্রশাসনের উপর চাপ অনেকটাই বেড়েছে। এ প্রসঙ্গে মেখলিগঞ্জের এসডিপিও অভিষেক রায় বলেন, 'সার্ক রোডের চ্যাংরাবান্ধা সংলগ্ন অংশে আমরা নিয়মিত নজরদারি চালাই। কিন্তু চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তের জিরো পয়েন্ট থেকে ভিআইপি মোড় হয়ে বাইপাস পর্যন্ত অংশে এশিয়ান হাইওয়ে-২- এর নির্মাণকাজ চলছে। ফলে ওই এলাকায় এখনই ট্রাফিক ব্যবস্থা ছেলে সাজানো সম্ভব নয়। তবে নির্মাণকাজ শেষ হয়ে গেলে সেখানেও নজরদারি বাড়ানো হবে। বাকি অংশে ড্রপগেট ও সিভিক ভলান্টিয়ারদের ব্যবহার করে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।'

এদিকে, দুর্ঘটনাপ্রবণ বলে পরিচিত চ্যাংরাবান্ধার ভিআইপি মোড় থেকে বাইপাস পর্যন্ত সার্ক রোডের তিন কিমি অংশে পর্যাপ্ত আলোর দাবি জানিয়েছে চ্যাংরাবান্ধা উন্নয়ন জাগরণ কমিটি। পাশাপাশি, যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বাম্পার ও সিসিটিভি ক্যামেরার ব্যবস্থা করার জন্যও সরব হয়েছে সংগঠনটি। এ প্রসঙ্গে এশিয়ান হাইওয়ে প্রোজেক্টের ডিরেক্টর দীপককুমার সিং বলেন, 'এই সড়কের নির্মাণকাজ শেষ হলে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হবে।'

খেতে ব্যস্ততা ।। ময়নাগুড়িতে অভিরূপ দে-র তোলা ছবি।

স্ত্রী খুনের অভিযোগে পুলিশের জালে ডব্লিউবিসিএস অফিসার

পতিরাম, ১২ জুন ঃ থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পতিরাম নীচাবন্দরের গৃহবধূ অনন্যা ঘোষ (দত্তরায়) খুনের অভিযোগে প্রধান অভিযুক্ত দিবাকর ঘোষ ওরফে পান্নাকে গ্রেফতার করল বালুরঘাট থানার পুলিশ। ধৃত দিবাকর ঘোষ ডব্লিউবিসিএস অফিসার তথা অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল অফিসার (এসিটিও)। বর্তমানে তিনি গঙ্গারামপুরে কর্মরত বলে জানা গেছে। পুলিশ সুপার প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার বিকেলে জানান, গৃহবধূ অনন্যা ঘোষ খুনের অভিযোগে প্রধান অভিযুক্ত তথা মৃতার স্বামী দিবাকর ঘোষকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকি অভিযুক্তের খোঁজে জোর তল্লাশি চলছে।

এদিকে, মৃতার বাবা অমলেন্দু দত্তরায় জামাই-এর গ্রেফতারের খবর শুনে প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, 'এই ঘটনায় দোষীদের কঠোরতম শাস্তির দাবি করছি।' তিনি আরও বলেন, 'আইনি বাধা না থাকলে আমি ২ বছরের নাতনি দৃষ্টিকে আমার কাছে রাখতে চাই।' উল্লেখ্য, এই ঘটনায় দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও কঠোর শাস্তির দাবিতে সোমবার রাতে জাতীয় সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভের ঘটনা ঘটে। প্রধান আসামি ধরা পড়ায় পতিরাম নাগরিক মঞ্চের পক্ষে লোকজন তাঁদের মৌন মোমবাতি মিছিলের পরিবর্তে তালতলা মোড়ে প্রতীকী মোমবাতি জ্বালিয়ে মৌন অবস্থান পালন করেন।

অনন্যা ঘোষ খুনের ঘটনায় অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেফতার এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সোমবার গভীর রাতে পতিরামে জাতীয় সড়ক অবরোধ ও উত্তেজনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। ময়নাতদন্তের পর অনন্যার দেহ শেষবারের মতো নীচাবন্দরের বাড়ির সামনে নিয়ে এলে স্থানীয় মানুষজন ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁরা দাবি তোলেন, অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে। বিক্ষুব্ধ মানুষজন অনন্যার দেহ শ্মশানে নিয়ে যেতে বাধা দেন এবং জেলাশাসক ও জেলা পুলিশ সুপারকে রাতেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়ার দাবি জানান।

জামাই দিবাকর স্ত্রীকে খুন করেছে বলে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন অনন্যার চিকিৎসক বাবা তথা কলকাতা পদ্মানগরের বাসিন্দা অমলেন্দু দত্তরায়। সোমবার রাত ৯টা নাগাদ অনন্যার দেহ পতিরাম নীচাবন্দরে নিয়ে এলে প্রচুর মানুষজন সেখানে ভিড় করেন। এরপর বিক্ষুব্ধ মানুষজন পতিরাম তালতলা মোড়ে ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন রাত ১০টা নাগাদ। প্রায় ১ ঘণ্টা উত্তেজিত মানুষের অবরোধ চলে। পতিরাম পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের ওসি দেবব্রত মিশ্র উত্তেজিত জনতাকে বারবার বোঝানোর চেষ্টা করেন, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ অভিযুক্তদের ধরার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু উত্তেজিত জনতা পুলিশের বক্তব্য কানে না তোলায় বালুরঘাট থেকে রাতে পতিরাম ছুটে আসেন আইসি (বালুরঘাট থানা) সঞ্জয় ঘোষ, ডিএসপি'র নেতৃত্বে বিরাট পুলিশবাহিনী। পুলিশকর্মীরা বিক্ষুব্ধ জনতাকে সরিয়ে দিয়ে অবরোধ তোলার পাশাপাশি মৃতদেহ শ্মশানে শেষকৃত্য করার জন্য নিয়ে যান। এই সময় পুলিশ লাঠিচার্জ করে বলে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ। যদিও পুলিশের তরফে লাঠিচার্জের ঘটনা অস্বীকার করা হয়েছে। পুলিশসূত্রে জানা গেছে, মেয়ের বাবা অমলেন্দু দত্তরায়ের খুনের অভিযোগের ভিত্তিতে বালুরঘাট থানার পুলিশ নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করেছে। পতিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সন্দীপ মণ্ডল জানান, পতিরাম নীচাবন্দর থেকে পুলিশের সহযোগিতায় গভীর রাতে মৃতা বধূর দেহ বালুরঘাট খিদিরপুর শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। বাবা তাঁর একমাত্র মেয়ের মুখাগ্নি করার পর রাত ২.৩০ মিনিট নাগাদ শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। মৃতার বাবার সঙ্গে কলকাতার বাড়ির পরিচারিকাও শেষকৃত্যে শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন।

পাচারকারী সন্দেহে তরুণীকে ঘিরে উত্তেজনা ধূপগুড়িতে

ধূপগুড়ি, ১২ জুন ঃ সোমবার রাতে নারীপাচারকারী সন্দেহে কোচবিহারের এক তরুণীকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল ধূপগুড়ির ব্লকের গাদং-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাওয়ালপাড়ায়। শেষ পর্যন্ত গভীর রাতে পুলিশের হস্তক্ষেপে সমস্যা মেটে।

ঘটনার সূত্রপাত সোমবার দুপুরে। জানা গিয়েছে, কোচবিহার থেকে এক তরুণী ভাওয়ালপাড়ায় তাঁর বান্ধবীর বাড়িতে আসেন। সারাদিন তিনি ওই বাড়িতেই কাটান। ওই তরুণীর কথা শুনে তিনি নারীপাচারকারী বলে সন্দেহ হয় পরিবারের কয়েকজন সদস্যের। ওই পরিবার সূত্রে খবর, বাড়ির এক মেয়ে চলতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবার পর হাওড়া ঘুরতে যায়। সেখান থেকে ফেরার পথে কোচবিহারের ওই তরুণীর সঙ্গে পরিচয় হয়। সেই আলাপ থেকে দু-পক্ষের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। ওই তরুণীকে ঘুরতে আসার জন্যে আমন্ত্রণও জানায় ধূপগুড়ির মেয়েটি। সেইমতো সোমবার ওই তরুণী ধূপগুড়িতে আসেন। এরপর ওই তরুণী কথার ফাঁকে মেয়েটিকে কম্পিউটার শেখার কথা বলেন এবং মঙ্গলবার তাঁর সঙ্গেই কোচবিহারে যাবার পরামর্শ দেন। এতেই পরিবারের কয়েকজনের তরুণীটিকে পাচারকারী বলে সন্দেহ হয়। এই কথা চাউর হতেই প্রতিবেশী ও আত্মীয়রা ওই বাড়িতে ভিড় জমান। খবর যায় ধূপগুড়ি থানাতেও। পুলিশ গিয়ে সন্দেহভাজন মেয়েটির পরিচয়পত্র যাচাই করে দেখে।

পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে জানতে পারে, সন্দেহভাজন মেয়েটি দক্ষিণবঙ্গের বাসিন্দা। কোচবিহারের একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সঙ্গে জড়িত থাকায় বেশ কয়েকমাস থেকে এখানেই থাকেন। সেই সূত্র ধরেই তিনি ধূপগুড়ির বান্ধবীকে কম্পিউটার শেখার পরামর্শ দেন। রাতে সন্দেহভাজন মেয়েটিকে পুলিশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে এবং তাঁর পরিচিতদের খবর দেয়। সোমবার গভীর রাতেই কোচবিহার থেকে পরিচিতরা এসে প্রমাণপত্র দেখিয়ে ওই মেয়েটিকে নিয়ে যান। ধূপগুড়ি থানার সেকেন্ড অফিসার সমর দাস বলেন, 'খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়েছিল। মেয়েটিকে উদ্ধার করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। পরে মেয়েটির সমস্ত তথ্য যাচাই করে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।'

দূরপাল্লার বাসে কাঠ পাচার

রাজগঞ্জ, ১২ জুন ঃ দূরপাল্লার বাসে কাঠ পাচারের অভিযোগে বন দপ্তরের হাতে ধরা পড়ল বিহারের দুই ব্যক্তি। তারা হল সত্যনারায়ণ রায় (৫৩) এবং অশোককুমার গুপ্তা (৪৩)। অশোকের বাড়ি সমস্তিপুর জেলার কল্যাণপুর থানা এলাকায় এবং সত্যনারায়ণ চম্পারন জেলার চিড়িয়াথানা এলাকার বাসিন্দা।

বেলাকোবা রেঞ্জ অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে বন বিভাগের উত্তরবঙ্গ স্পেশাল টাস্ক ফোর্স অভিযানটি চালায়। বাসটি মণিপুর থেকে বিহার যাচ্ছিল। ময়নাগুড়ির ঝাঝাঙ্গি এলাকা থেকে বনকর্মীরা বাসটির পিছনে ধাওয়া করেন। জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি ৩১ডি জাতীয় সড়কের ফাটাপুকুর এলাকায় বাসটিকে আটক করা হয়। এরপর বাসের লাগেজ বক্স এবং ছাদ থেকে প্রচুর পরিমাণে কারুকার্য করা শাল ও সেগুন কাঠের মূল্যবান খাট, দরজা সহ আসবাবপত্র উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া কাঠের মূল্য প্রায় আট লক্ষ টাকা। রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত জানিয়েছেন, 'বেশ কিছুদিন ধরে সোর্স মারফত বাসের মাধ্যমে পাচারের কাজ চলার খবর আসছিল। তখন থেকেই নজরদারি চালানো হচ্ছিল। এইদিন জাতীয় সড়কে সাদা পোশাকে অভিযান চালানোর সময় মণিপুর নম্বরের ভলভো বাসটিকে আটক করা হয়েছে। ধৃতরা বাস থেকে উদ্ধার হওয়া কাঠের কোনো বৈধ নথি দেখাতে পারেনি।'

বন দপ্তরের দাবি, ধৃতরা মণিপুরের ইম্ফল থেকে ওই কাঠ বিহারের মুজাফফরপুরের উদ্দেশে নিয়ে যাচ্ছিল।

বাগানে চিতাবাঘের হামলা বন্ধে সমীক্ষা শুরু বন দপ্তরের

নিউজ ব্যুরো, ১২ জুন ঃ উত্তরের চা বাগানগুলিতে চিতাবাঘের আক্রমণ বন্ধ করতে উদ্যোগী হয়েছে বন দপ্তর। এই প্রথম চিতাবাঘকে নিয়ে বিস্তারিত সমীক্ষার পাশাপাশি পশু-মানুষে সংঘাত এড়াতে কী কী করা যেতে পারে তা নিয়ে চা শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করবে বন দপ্তর। ইতিমধ্যেই বন দপ্তর উত্তরের জঙ্গল ও চা বাগানে চিতাবাঘ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ শুরু করেছে।

চিতাবাঘ-মানুষের সংঘাত এড়াতে বন দপ্তর যেসব তথ্য সংগ্রহ করছে তার মধ্যে থাকছে চিতাবাঘের বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তাদের বাসস্থান, কীভাবে এবং মূলত কখন তারা হামলা চালায় ইত্যাদি। বনকর্তাদের আশা, সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে যে পদক্ষেপ নেওয়া হবে তার ফলে চা শ্রমিকদের উপর চিতাবাঘের হামলার ঘটনা কমানো সম্ভব হবে। বন ও বন্যপ্রাণ বিভাগের প্রিন্সিপাল চিফ কনজার্ভেটর রবিকান্ত সহায় জানিয়েছেন, এই প্রথম বন দপ্তরের তরফ থেকে লেপার্ড নিয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। এর আগে হাতি এবং বাঘের আড়ালে লেপার্ডকে তেমন গুরুত্বই দেওয়া হয়নি। কিন্তু চা বাগান চিতাবাঘের প্রিয় আস্তানার অন্যতম হওয়ায় তাদের হামলায় সবচেয়ে বিপন্ন চা শ্রমিকরাই। তাই লেপার্ডকে নিয়ে সমীক্ষা ভবিষ্যতে প্রচুর কাজে লাগবে।

উত্তরের চা শ্রমিকদের উপর চিতাবাঘের হামলার কারণ প্রসঙ্গে রবিকান্তের ব্যাখ্যা, চা বাগানে যে নিকাশিনালা রয়েছে সেগুলি চিতাবাঘের লুকিয়ে থাকার অত্যন্ত প্রিয় জায়গা। শ্রমিকরা বেশিরভাগ সময়েই একসঙ্গে দল বেঁধে কাজ করলেও কখনও কখনও তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে একা কাজ করে। আর সেই সময় হামলার ভালো সুযোগ পায় চিতাবাঘ। এই বিষয়গুলি সম্পর্কেই তথ্য সংগ্রহ করা চলেছে।

বন দপ্তরের এক কর্তা জানান, চা শ্রমিকদের জন্য বিভাগের তরফে কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যেমন, কাজ শুরুর আগে সংশ্লিষ্ট এলাকায় জোরে ড্রাম পেটাতে হবে। সেই সঙ্গে চিৎকার করে বাজি ফাটিয়ে যেতে হবে। কোনো চিতাবাঘ যদি ওই এলাকায় থেকেও থাকে তাহলে সে যাতে নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে পারে। এছাড়া চা শ্রমিকরা যাতে একাকী প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে না যায়, তাও বলা হয়েছে। কারণ, একাকী থাকা শ্রমিকের উপরেই সাধারণত হামলা চালায় চিতাবাঘ। আর সেটা হয় মূলত চিতাবাঘের ভয়ের জায়গা থেকেই।

রবিকান্ত সহায়ের মতে, গত বছর চিতাবাঘের হামলার ঘটনাই ছিল সবচেয়ে কম। কোন সময় হামলার ঘটনা বাড়ে, ওই সমীক্ষা থেকে তারও একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে। তবে, মূলত অর্থের সমস্যার জন্য এই ধরনের সমীক্ষা নিয়মিত করা সম্ভব নয়, জানান রবিকান্ত।

বাগানে বিক্ষোভ

ওদলাবাড়ি, ১২ জুন ঃ মঙ্গলবার বিভিন্ন দাবিতে বাগানের গেটে বিক্ষোভ অবস্থানে শামিল হলেন ডানকানস পরিচালিত বাগ্রাকোট চা বাগানের শ্রমিকরা। চা বাগান তৃণমূল কংগ্রেস মজদুর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। প্রায় ১ ঘণ্টা এই বিক্ষোভ অবস্থান চলে।

সংগঠনটির নেতা সরোজ ছেত্রী বলেন, 'এই বাগানের অবস্থা খুবই খারাপ। শ্রমিকরা কাজ করেও ন্যায্য মজুরি পাচ্ছেন না। তাঁদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গিয়েছে। বাধ্য হয়ে আজ তাঁরা এই আন্দোলনে শামিল হয়েছেন।' তাঁর দাবি, '২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে মজুরি বাবদ শ্রমিকদের প্রায় ২২ লক্ষ টাকা বকেয়া রয়েছে। গ্র্যাচুইটির প্রায় ১ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা পাওনা। শ্রমিকদের এরিয়ার প্রথম পার্ট ২০১৪-১৫ এবং দ্বিতীয় পার্ট ২০১৭-১৮ বাকি। লিভ ট্রেডিং অ্যালাউন্স বাবদ প্রায় ৭ লক্ষ টাকা বাকি। এছাড়াও বাগানের স্বাস্থ্য পরিসেবা বেহাল, নেই অ্যাম্বুলেন্স বা ওষুধের ব্যবস্থাও। এমনকি শ্রমিকদের আবাসনের অবস্থা খারাপ। তাই শ্রমিকরা এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছেন।'

রক্তদান শিবির

নাগরাকাটা, ১২ জুন ঃ চা মালিকদের সংগঠন টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার (টাই) উদ্যোগে মঙ্গলবার নাগরাকাটার গ্রাসমোড় চা বাগানে আয়োজিত রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে ভালো সাড়া পড়ল শ্রমিক মহলে। এদিন বাগানটির হাসপাতালে ওই শিবিরের আয়োজন করা হয়। উদ্‌বোধন করেন সংগঠনের ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রামঅবতার শর্মা ও গ্রাসমোড় চা বাগানের ম্যানেজার কে কে তিওয়ারি। এদিন মোট ৬০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়। এদিন গ্রাসমোড়ে রক্ত সংগ্রহে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি সরকারি ব্লাড ব্যাংকের চিকিৎসক ডাঃ শেফালি বর্মন হাসপাতালের অন্য আধিকারিক ও কর্মীরা। রামঅবতার শর্মা বলেন, ভবিষ্যতেও সংগঠনের পক্ষ থেকে এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

বাগানে অনুষ্ঠান

মালবাজার, ১২ জুন ঃ মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক শিশুশ্রম বিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে সাইলি চা বাগান উচ্চবিদ্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। চাইল্ড ইন নিড ইন্সটিটিউট (সিনি)-র উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং মাল থানা। অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে একটি আলোচনা সভায় সিনির জেলা স্তরের প্রশিক্ষক দিগ্বিজয় নাহা, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছাড়াও মাল থানার আধিকারিকরা বক্তব্য রাখেন। দিগ্বিজয় নাহা বলেন, নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও শিশুশ্রমের মতো ঘটনা ঘটছে। এই বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, শিশুশ্রমের সঙ্গে স্কুল থেকে ড্রপ আউটের সংযোগ রয়েছে। অভিভাবকদেরও সচেতন করা হয়েছে।

জামাইকে গণপিটুনি দিল শ্বশুরবাড়ির লোকজন

রায়গঞ্জ, ১২ জুন ঃ এক শিক্ষককে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিল শ্বশুরবাড়ির লোকজন সহ স্থানীয় বাসিন্দারা। সোমবার রাত দশটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ শহরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বন্দর এলাকায়। অভিযুক্ত ওই শিক্ষকের নাম প্রসেনজিৎ সাহা। তাঁর বাড়ি ওই ওয়ার্ডের বন্দর এলাকাতেই । ঘটনার বিবরণ জানিয়ে রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন শিক্ষকের শ্বশুরবাড়ির লোকেরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর সাতেক আগে রায়গঞ্জ শহরের বন্দরের বাসিন্দা প্রসেনজিৎ সাহার সঙ্গে ওই এলাকার বাসিন্দা নবনীতা সাহার বিয়ে হয়। বিয়ের চার বছর পর থেকে নবনীতার ওপর স্বামী প্রসেনজিৎ শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করত বলে অভিযোগ। অত্যাচারের ঘটনায় রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। আদালত পর্যন্ত ঘটনা গড়ালে তাঁদের সম্পর্ক বিবাহবিচ্ছেদ পর্যায়ে চলে আসে। তারপর থেকে নবনীতা তাঁর বাপের বাড়িতে থাকতে শুরু করে। গতকাল সন্ধ্যায় মদ্যপ অবস্থায় প্রসেনজিৎ তার স্ত্রী নবনীতার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁকে মারধর করে চলে যায় বলে অভিযোগ। ওই রাতে নবনীতার বোন ও পাড়ার কিছু মহিলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন, সেই সময় প্রসেনজিৎ নবনীতার বোনকে দেখেই গালাগালি করতে থাকে। তখন ওই এলাকার মহিলারা প্রসেনজিতকে বেধড়ক মারধর করে। পাশাপাশি এলাকার যুবকরাও প্রসেনজিতকে গণপিটুনি দেওয়া শুরু করে। খবর দেওয়া হয় রায়গঞ্জ থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। শিক্ষকের গ্রেফতারের দাবিতে স্থানীয় বাসিন্দাদের বিক্ষোভের মুখে পড়ে পুলিশ। অভিযুক্ত ওই শিক্ষককে পুলিশ আটক করে নিয়ে যায়। এই ঘটনায় রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। অভিযুক্ত প্রসেনজিৎ সাহা করণদিঘি থানার বোতলবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক। বর্তমানে রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ওই